

## প্রশ্নোত্তরে রাসূল (সা)-এর জীবন (পর্ব-৩ )

### কা'বা সংস্কার ও সালিস-নিষ্পত্তি

**প্রশ্ন:** কুরাইশরা যখন কা'বা সংস্কারের উদ্যোগ নেন তখন রাসূল (সা)-এর বয়স কত ছিল ?

**উত্তর :** ৩৫ বছর

**প্রশ্ন:** কা'বা মানে কি ?

**উত্তর :** কা'বা শব্দের অর্থ হল উঁচু স্থান, এটি পৃথিবীর প্রাচীন সবচেয়ে পুরনো মাসজিদ।

**প্রশ্ন:** পবিত্র কা'বার আর কি কি নাম রয়েছে ?

**উত্তর :** বাযতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর), বাযতুল আতীক (পুরনো ঘর), মাসজিদুল হারাম (পবিত্র মাসজিদ) হারামে ইবরাহীম (ইবরাহীম (আ)-এর তৈরী ইবাদাত গৃহ)।

**প্রশ্ন:** কা'বা শরীফ কে নির্মান করেন ?

**উত্তর :** নবী ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ) আল্লাহর হৃকুমে তাঁর ইবাদাতের জন্য এটি নির্মান করেন।

**প্রশ্ন :** কুরাইশরা কেন কা'বা সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিল ?

**উত্তর :** কারণ কা'বা ঘর যে পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল, সেগুলো বন্যায় নষ্ট হয়ে যায় এবং ছাদশূন্য হয়ে ভিতরের সবকিছু প্রকাশ হয়ে যাচ্ছিল বলে তারা কা'বা সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেন।

**প্রশ্ন:** কা'বা ঘরের উচ্চতা কত ছিল ?

**উত্তর :** ইহার উচ্চতা ছিল ৬.৩০ মিটার।

**প্রশ্ন:** কা'বা সংস্কারের জন্য কোন ধরণের টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেন তারা ?

**উত্তর :** শুধুমাত্র হালাল বা বৈধ অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ছাড়া অন্য সকল অর্থ যেমন- অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ, সুদের টাকা ও বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত টাকা প্রত্যাহার করা হয়।

**প্রশ্ন:** কাবার দেওয়াল ভাঙ্গার কাজ কে শুরু করেন ?

**উত্তর :** ওয়ালী বিন মুগীরাহ মাখযুমি।

**প্রশ্ন:** কুরাইশরা কাবার দেয়াল ভাঙ্গতে কেন ভয় পাচ্ছিল ?

**উত্তর :** তারা ভেবেছিল কোন অলৌকিক আয়াব এসে তাদের গ্রাস করবে।

**প্রশ্ন:** সংস্কারের কাজটি তারা কীভাবে ব্যবস্থা করলেন ?

**উত্তর:** তারা বিভিন্ন গোত্রের মাঝে কাজ ভাগ করে দিলেন। তাই কা'বা সংক্ষার প্রতিটি গোত্রেই বিশেষ ভূমিকা ছিল।

**প্রশ্ন:** যিনি পাথর গেঠেছিলেন তার নাম কি?

**উত্তর:** বাকুম। একজন রোমান স্থপতি বা রাজমিস্ত্রী।

**প্রশ্ন:** কীভাবে কাজ চলছিল ?

**উত্তর :** 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথরের কাছে আসা পর্যন্ত এক্যবন্ধভাবে সবাই কাজ করছিল।

**প্রশ্ন:** 'হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর কী ? কাবা শরীফের দেয়ালে এটি কে স্থাপন করেন ?

**উত্তর:** এটি হল একটি বিশেষ এবং চমতকার পাথর। কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে, এ পাথরটি জান্মাত থেকে আনা হয়, আর এটি প্রথমে ছিল সাদা পরবর্তীতে কোন এক পাপিষ্ঠ লোকের স্পর্শে কালো হয়ে যায়। এ পরিত্র পাথরটি কা'বার দেয়ালে স্থাপন করেন নাবী ইবরাহীম (আ)।

**প্রশ্ন:** এটি কাবা শরীফের দেয়ালে লাগানো হয় কেন ?

**উত্তর :** হজ যাত্রীরা যেন এখান থেকে তাদের 'তাওয়াফ' শুরু এবং এখানে এসে শেষ করতে পারে। তাদের জন্য এটি একটি নির্দশনস্বরূপ।

**প্রশ্ন:** বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কী বিরোধ দেখা দিল এবং কেন ?

**উত্তর :** 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে রাখা হয়েছিল এবং প্রত্যেক গোত্রই চেয়েছিল এটি ক উত্তোলন করে যথাস্থানে স্থাপনের গৌরব আর্জন করতে।

**প্রশ্ন:** বিরোধটি কত দিন পর্যন্ত ছিল ?

**উত্তর :** চার-পাঁচদিন যাবত বিরোধটি বিদ্যমান ছিল।

**প্রশ্ন:** সামাজিক এ বিরোধ সমাধানের জন্য কে পরামর্শ দেন ?

**উত্তর:** আবু উমাইয়াহ, তিনি ছিলেন কুরাইশদের একজন প্রবীণ নেতা।

**প্রশ্ন:** তিনি কী পরামর্শ দিলেন এবং অন্যান্য অন্যান্য গোত্র প্রধানরা কি তার পরামর্শে একমত ছিল ?

**উত্তর:** তিনি বললেন, আগামী কাল সকাল বেলা সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি প্রাঙ্গনে আসবে, তাকে দিয়েই এ গোলযোগ সমাধা করা হবে। তার এ পরামর্শে অন্যান্য গোত্র প্রধানরাও রাজি হয়ে গেল। এরপর সবাই সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছিল।

**প্রশ্ন:** পরের দিন সকালবেলা সর্বপ্রথম কা'বা প্রাঙ্গনে কে প্রবেশ করেন ?

**উত্তর :** বিশ্ববী মুহাম্মদ (সা) ছিলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।

**প্রশ্ন:** মুহাম্মাদ (সা) কে দেখে লোকেরা কী বলাবলি করতে লাগলো ?

**উত্তর:** লোকেরা বললো, এ তো দেখছি আমাদের মুহাম্মাদ সেতো সত্যবাদী এবং বিশ্বাসভাজন, তাকে আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাই তাকেই সমস্যাটি সমাধান করতে দেয়া হোক।

**প্রশ্ন:** মুহাম্মাদ (সা) কিভাবে বিরোধিতি সমাধান করলেন ?

**উত্তর :** তিনি বড় এক টুকরা কাপড়ের উপর হাজরে আসওয়াত বা কালো পাথরটি রাখলেন। তারপর তিনি সকল গোত্র প্রধানদের ডাকলেন এবং পাথরসহ কাপড়টি নিয়ে যথা�স্থানে নিয়ে যেতে বললেন। এরপর বিশ্বনবী (সা) নিজ হাতে পাথরটি তুলে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

**প্রশ্ন:** মুহাম্মাদ (সা) কেন ‘হাজরে আসওয়াদ’ বা কালো পাথর চুম্বন করতেন ?

**উত্তর :** ইবরাহীম ও ইসমাইল (সা)-এর পরিত্র হাত ঐ পাথর স্পর্শ করেছিল বলেই তিনি যখন কা’বা ঘর ‘তাওয়াফ’ করতেন তখনই ঐ পাথর চুম্বন করতেন।

**প্রশ্ন:** ‘হাজরে আসওয়াদ’ বা কালো পাথর চুম্বন অথবা স্পর্শ করা কি ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত ?

**উত্তর :** না, এটি কোন ইবাদত নয় বংর আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী এটি একটি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শনমাত্র।

**প্রশ্ন:** ‘হাজরে আসওয়াদ’ বা কালো পাথর চুম্বন করতে গিয়ে উমার বিন খাতাব (রা) কী বলেছিলেন ?

**উত্তর :** আমি জানি, তুমি একটি পাথরমাত্র আর কিছুই নও। কারো কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তোমাকে স্পর্শ করতে এবং চুম্বন করতে। যদি না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে স্পর্শ এবং চুম্বন করতাম না। ( সহীহ বুখারী, দ্বিতীয় খন্দ-এর হজ্জ পর্ব, অধ্যায় ৫৬, হাদীস নং-৬৭৫ )।

**প্রশ্ন :** হাজ যাত্রী বা হাজীদের জন্য কি ‘কালো পাথর’ চুম্বন করা কী বাধ্যতামূলক ?

**উত্তর :** না, হাজ যাত্রীদের জন্য ‘কালো পাথর’ চুম্বন বাধ্যতামূলক নয়। প্রচন্ড ভীড়ের সময় অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি না করে বরং দূর থেকে হাতে নির্দেশ করা বা স্পর্শ করাই যথেষ্ট।